777

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN 21 1999
পৃঃ ৬ কলাম ৭

শিক্ষায় বিত্তের প্রভাব পিছিয়ে পড়ছে গ্রাম

মোস্তফা হোসেইন

প্রতিবছরই ফল প্রকাশের পর টেলিভিশনে হাসিমাখা পিতা-মাতার সঙ্গে মেধাবী সন্তানের প্রতিক্রিয়া প্রচারিত হয়। একইরকম চেহারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভেসে আসে। তাদের কাছ থেকে জানা যায়, ক্যাডেট কলেজের বাইরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে দুচারজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে লেখাপড়া করেছে। মা-বাবা তাদের পেছনে প্রচুর টাকা-পয়সা এবং শ্রম দিয়েছেন। গর্বিত এসব পিতা-মাতার এ চেহারা দেখে কেউই একথা বলবে না তাদের গর্ববোধ অহিতকর কিংবা অন্যায্য। তবুও একটা কথা অবশ্যই থেকে যায়।......নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর লগ্নিকৃত পুঁজির মুনাফা অর্জন থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে এটাই আসল কথা।

দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ৫৪.১৪% পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে পরীক্ষায়। পাসের হার গতানুগতিক। মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করলেও দেখা যাবে তথৈবচ।

আমাদের সমাজ নিয়ন্ত্রকদের প্রাধান্য এখানেও। ধনীর দুলালরাই নিজস্ব আসন টিকিয়ে রেখেছে আগের মতোই। মেধা তালিকার প্রায় পুরোটাই তাদের দখলে।

পাঁচটি বোর্ডেই দেখা যায়, ক্যাডেট কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা মেধা তালিকার পুরোটাই নিজেদের মধ্যে রেখেছে। ক্যাডেট কলেজের বাইরে যেসব স্কুলের শিক্ষার্থী ভালো করেছে সেগুলো অভিজাত এবং ধনী গোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন ঢাকার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট যোশেফ স্কুল, উদয়ন, গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল, হলিক্রস, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ইত্যাদি।

একইভাবে চট্টগ্রামের ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল, চট্টগ্রাম গভঃ হাইস্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুলের নাম করা যায়। এখানেও হেরফের নেই। প্রতিবছর যেমন হয় তেমনি। এ ধরনের অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে দু'চারটি মফস্বলীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থী কদাচিৎ মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে থাকে। এবারও পেয়েছে।

প্রতিবছরই ফল প্রকাশের পর টেলিভিশনে হাসিমাখা পিতা-মাতার সঙ্গে মেধাবী সন্তানের প্রতিক্রিয়া প্রচারিত হয়। একইরকম চেহারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভেসে আসে। তাদের কাছ থেকে জানা যায়, ক্যাডেট কলেজের বাইরের মেধাবী শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে দুচারজন প্রাইভেট টিউটরের কাছে লেখাপড়া করেছে। মা-বাবা তাদের পেছনে প্রচুর টাকা-পয়সা এবং শ্রম দিয়েছেন। গর্বিত এসব পিতা-মাতার এ চেহারা দেখে কেউই একথা বলবে না তাদের গর্ববোধ অহিতকর কিংবা অন্যায্য। তবুও একটা কথা অবশ্যই থেকে যায়।

নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর লগ্নিকৃত পুঁজির মুনাফা অর্জন থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে এটাই আসল কথা। সমাজের আর দশটা ক্ষেত্র যেমন তেলে মাথায় তেল দেয়ার নীতিতে পরিচালিত হয় শিক্ষা ক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্তত রাষ্ট্র সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষার্থীদের ফলাফল থেকেই তাই প্রমাণিত হয়।

এই প্রক্রিয়া শহর গ্রাম নির্বিশেষে চলছে। রাষ্ট্র যেটুকু সহায়তা প্রদান করে তার বড় অংশের সুফল ভোগ করে সমাজের ধনী শ্রেণী।

শ্রেণী বিভাজনের অপ্রিয় প্রসঙ্গটির ব্যাপকতা তৃণমূল পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গ্রামের একটি স্কুল থেকে প্রায় তিন দশককাল আগে এসএসসি পাস করে এসেছি। সেই সূত্রে বছর দশেক ধরে ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করছি। শিক্ষার্থীদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংগঠন মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের আয়োজন করে। বৃত্তি দেয়ার সময় দেখা গেল প্রতিটি ক্লাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে আছে এলাকার ধনী পরিবারের সন্তানরা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ১৯৪৩ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর একই অবস্থা চলে এসেছে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে দরিদ্র-ধনী শ্রেণী বিভাজন করে কি পরীক্ষায় নম্বর বন্টন করা হয়? না, এমন ঢালাও অভিযোগ করারও যুক্তি নেই। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সময়, সুযোগ ও পরিবেশের কারণে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা প্রতিযোগিতায় নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারছে না। একটাই কারণ, তা হচ্ছে আর্থিক অনটন।

আমার গ্রামের প্রসঙ্গই আবারও উল্লেখ করবো। সকাল ১০টায় ছেলেরা স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। পুকুরে গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে। তফাৎটা ছিলো ক্লাসের ফার্স্টবয় তার আগে পড়ার টেবিল থেকে উঠে আসে আর স্কুলের ব্যাকবেঞ্চের শিক্ষার্থীটি মাঠে বাবার হাতে নিড়ানি কাঁচিটি ধরিয়ে আসে। ফলে পড়ার টেবিলের শিক্ষার্থীরই জয়

মেধাবীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে যাদের সহযোগিতা করা হয় তারা প্রায় সবাই একই শ্রেণীভুক্ত। ফলে প্রশংসা, স্বীকৃতি সহযোগিতা অর্থাৎ সকল সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রটিও মূলত বিত্তবানদের জন্যই সংরক্ষিত থেকে যায়।

এই শ্রেণী বিভাজনের প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক কোন মতবাদ কেন্দ্রিক নয়। বাস্তবতার নিরিখে এ সত্যকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে যেহেতু এখনো রাষ্ট্রীয় সহায়তাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুবিধার প্রসঙ্গটি এসে যায়। প্রায় প্রতিবছরই জাতীয় বাজেটের সর্বাধিক বরাদ্দ থাকে শিক্ষা খাতে। সরকারকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় শিক্ষা উন্নয়নে। কিন্তু বন্টন ব্যবস্থাপনায় কিংবা ব্যয় নীতিতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

দেশের বেশ কটি ক্যাডেট কলেজ এবং কিছু এলিট স্কুল সরকারের বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। রাষ্ট্র ঐসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা দিয়ে সাধারণ মানের ক্ষেত্রবিশেষে দশটি প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব। কম-বেশি একই অবস্থা অন্যান্য অভিজাত স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সেখানে সরকারি সহায়তা ক্যাডেট কলেজের সমান না হলেও অভিভাবক মহলের আর্থিক সঙ্গতি ঐসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সহায়তা করে থাকে।

ঢাকার ভিকারুননিসা স্কুলের কথাই ধরা যাক। এখানে ভর্তি করানোর জন্য এক অভিভাবককে যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হয় তা নিম্নবিত্তের পক্ষে সম্ভব নয়। ভিকারুননিসা স্কুলের ছুটির সময়ে স্কুলের সামনে গাড়ির জমায়েত দেখে সহজেই অনুমান করা যায় আসলে কারা লেখাপড়ার অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে। একইভাবে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কথাও বলা যায়। মাত্র কদিন আগেও ঐ স্কুলে ছাত্র ভর্তি করানোর সময় পণ্য নিলামের মতো আসন নিলামে উঠতো। শিক্ষার্থীর মেধার চেয়ে তার অভিভাবকদের মানিব্যাগের ওজনই বিবেচ্য হতো। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষা খাতে একটি গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা যে মুহূর্তে চলছে তখনই পিছিয়ে পড়া অংশ মেতে উঠেছে আরেক নেশায়। তারা চাইছে যেকোন উপায়ে হোক শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যাপ্ত সহায়তা না পেলেও তারা তেমন অসন্তুষ্ট নয়। কারণ ঐ প্রতিষ্ঠানটির মতো স্বয়ং অভিভাবকও তার সন্তানের সামগ্রিক কল্যাণের চেয়ে নগদ প্রাপ্তিটাকেই বড় করে দেখে। তারা শিক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনে প্রলুব্ধ করে।

এমনও দেখা গেছে শিক্ষার্থীর অভিভাবক কিংবা শিক্ষক নিজে শিক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য শহর এলাকার অল্প কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সবখানে প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান। পরীক্ষা চলাকালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে সে সত্যই বেরিয়ে আসে।

এমনি একটি এলাকার একজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এ প্রসঙ্গে। তার স্পষ্ট জবাব- পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাদেরকে এ কাজে নামিয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন জেলা শহরের বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার চেয়ে নকলের প্রতিযোগিতাই বেশি হয়। শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে অলিখিত সমঝোতাও হয় এ ব্যাপারে। এর পরিণামে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই লেখাপড়ার চর্চা কমে গেছে। কারণ শিক্ষার্থীরা মনে করে লেখাপড়া না করেও পরীক্ষায় পাস করা যায়। এমনকি প্রথম বিভাগ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়। বিনা পরিশ্রমেই যেখানে প্রথম বিভাগ পর্যন্ত পাওয়া যায় তখন পরিশ্রম করে লাভটা কি? এই মানসিকতা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ফলে পরীক্ষার ফলাফলও হচ্ছে তাই। গ্রামাঞ্চলে প্রচুর শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হলেও মেধা তালিকায় স্থান পায় খুবই কম।

যেমন কুমিল্লা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীই মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে পারেনি। মানবিক বিভাগে ২০টি স্থানের মধ্যে ১৩টিই দখল করেছে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বোর্ডের অবস্থাও প্রায় একই। বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকার পুরোটাই দখল করে আছে রাজধানী ও শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। তার মধ্যে ঢাকার প্রায় সবাই। গ্রামাঞ্চলের স্কুল থেকে মানবিক বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে মাত্র দুজন।

সব বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদেরই প্রায় একই অবস্থা।

ক্যাডেট কলেজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পক্ষে-বিপক্ষে লেখালেখি হচ্ছে। ঈর্ষণীয় শিক্ষা সুযোগ ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীদের ভাগ্য খুলে দিচ্ছে এ নিয়ে কম মাতামাতি হয়নি। এও বলা হয়েছে ক্যাডেট কলেজে সরকারি সহায়তার আধিক্য তেলে মাথায় তেল দেয়ার শামিল। তা যেন পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষা সুবিধা বন্ধ হোক এমন প্রস্তাব অবশ্যই করা যায় না। কিন্তু এটা বলা যাবে যে, সম পরিমাণ সুযোগ অন্যদেরও দেয়া উচিত। তা না হলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষের সন্তানদের অনেকেই সম্ভাবনা থাকার পরও এগিয়ে যেতে পারবে না।

একথা বলা যাবে না ক্যাডেট কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা কম মেধাবী হওয়ার পরও মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। বলতেই হবে শিক্ষা পরিবেশ এবং শিক্ষা সুযোগ তাদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণেই এ বছর ঢাকা বোর্ডে মানবিক বিভাগে ৬ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ৯ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে শুধু ক্যাডেট কলেজ থেকে। একইভাবে কুমিল্লা বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভকারীদের মধ্যে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষার্থী... স্থান পেয়েছে যথাক্রমে মানবিক বিভাগের ৩ ... ও বিজ্ঞান বিভাগের ১৮ জন। সিলেট ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থীরা স্থান পেয়েছে যথাক্রমে বিজ্ঞান বিভাগের ৯ জন, মানবিক বিভাগের ৫ জন। একইভাবে রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় পাবনা ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষার্থীরা স্থান পেয়েছে যথাক্রমে বিজ্ঞান বিভাগে ১৬ জন, মানবিক বিভাগে ১০ জন।

যশোর বোর্ডে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ... বিভাগে ১৫ জন, মানবিক বিভাগে ৭ জন পরী... মেধা তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে।

ক্যাডেট কলেজগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ... টিকতে পারছে না প্রধানত শিক্ষা সুবিধার তা... হেতু তা আগেই বলা হয়েছে।

এই অবস্থা সব ক্ষেত্রেই যে সঠিক তাও নয়। কোন ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থাকার ... শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে ... বিশেষ করে সরকারি স্কুলগুলোর অধি... শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সরকারি স্কুলগুলোতে জ... নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষার্থীদের ... দেয়ার চেয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক প্রাইভেট ... দিকে অধিকতর উৎসাহী।

ঢাকার এমন একটি সরকারি স্কুলের চিত্র ... লেখকও দেখেছেন। ঐ স্কুলে শিক্ষার্থীদের ... দেয়া হয় না প্রায়ই। ক্লাসেও শিক্ষক থাকে ... কিছু শিক্ষক প্রকাশ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠি... সেন্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের ... কাজ চালিয়ে থাকে। উল্লিখিত স্কুলটির ... শিক্ষার্থী ক বছর আগেও এসএসসিতে ঢাকা... মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছিল। ... বছরগুলোতে তারা পরীক্ষায় কতজন ... আসতে পেরেছে সে হিসেবেই করছে।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে ... প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতার অভাবের ... মেধাবী শিক্ষার্থী তালিকায় অল্প কয়েকটি ... পরীক্ষার্থীরাই স্থান করে নিচ্ছে।

অল্পসংখ্যক স্কুলের শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল ... কারণে শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রতিযোগিতা ঐসব ... তীব্রতর হয়। সেখানে অর্থবিত্ত ও প্রভাব অনে... নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পশিক্ষিত জনসংখ্যার ... সামগ্রিকভাবে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা-প্রাপ্তির বিষয়টি আরও সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন। ... প্রবণতা প্রতিরোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশা... সচেতনতা সৃষ্টি অপরিহার্য।

নকল প্রতিরোধের ব্যাপারটি এ মুহূর্তে কঠিন ... পড়েছে। তাই বিভিন্ন পেশাজীবী, প্রশ... রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন ... পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো ... উন্নয়নেও পিছিয়ে পড়া গ্রাম এলাকাকে অগ্রাধিকা... প্রদান করা দরকার। না হলে বর্তমান প্রব... আমাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে পা...